কাটাতে শুরু করেছে মেহেরপুরের তেল সংকট

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক তেল সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা। দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি, তেলের সংকট ও অনিশ্চয়তার পর এখন পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলার বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও যেখানে তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। পাম্পগুলোতে ভিড় কমে গেছে; কোথাও কোথাও গ্রাহক খুঁজে তেল বিক্রি করতে হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম জানান, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাজার পরিস্থিতির উন্নতির ফলে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, “বর্তমানে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ভোগান্তি কমাতে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করে যাচ্ছি।”

ট্যাগ অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো মাঠে সক্রিয় থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

দাম বৃদ্ধির পর ডিজেল-পেট্রল-

অকটেনের সরবরাহ বাড়ল

জ্বালানিসংকট সমাধানে সারা দেশে আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) থেকে ডিপো পর্যায়ে সব ধরনের জ্বালানি তেলের সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ডিজেল ১০ শতাংশ, পেট্রল ১০ শতাংশ ও অকটেন ২০ শতাংশ বর্ধিত হারে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

গতকাল রবিবার (২০ এপ্রিল) রাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এক প্রজ্ঞাপনে এটি নিশ্চিত করেছে।

বিপিসির মহাব্যবস্থাপক ফেরদৌসি মাসুম হিমেলের সই করা প্রজ্ঞাপনে এটি জানানো হয়।

২০ এপ্রিল থেকে নতুন হারে তেল বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের দাম বাড়িয়েছে সরকার।

ডিজেলের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়িয়ে ১১৫, অকটেনের দাম ২০ টাকা বাড়িয়ে ১৪০, পেট্রল ১৯ টাকা বাড়িয়ে ১৩৫ এবং কেরোসিনের দাম লিটারে ১৮ টাকা বাড়িয়ে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে সরকার।

গাংনীর বামুন্দী বাজারে গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে অকটেন, পেট্রোল ও গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জনবসতি এলাকায় দাহ্য পদার্থের অবৈধ ব্যবসা বন্ধের দাবিও উঠেছে।

জানা গেছে, বামুন্দী বাজারের জনতা ব্যাংকের নিচে অবস্থিত সামিয়া ট্রেডার্স (প্রোপাইটর আব্দুল আল হোসেন ওরফে মিঠু), যিনি যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের ডিলার এবং বামুন্দী বাজারের মেসার্স আছিয়া এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক মোখলেসুর রহমানের বিরুদ্ধে জনবসতি এলাকায় খোলা বাজারে একই স্থানে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

আজ রবিবার সকালে সামিয়া ট্রেডার্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বাজারের জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাধারণ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, জনবসতি এলাকায় এ ধরনের দাহ্য পদার্থের দোকান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারা এসব দোকান অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে জনবসতি এলাকায় অবৈধভাবে এসব ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এ বিষয়ে বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্দেশনা অমান্য করে খোলা বাজারে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে, যা জনবসতি এলাকায় সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বামুন্দী বাজারের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী মেহেরুল্লাহ বলেন, আজকের অগ্নিকাণ্ডে আল্লাহর রহমতে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে জনবসতি এলাকায় এ ধরনের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত।

জনতা ব্যাংক বামুন্দী শাখার ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্ধারিত সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে ব্যবসা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, আগুন ছড়িয়ে পড়লে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাংকের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।

প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ স্থানে হলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ বিষয়ে সামিয়া ট্রেডার্সের মালিক আব্দুল আল হোসেন (মিঠু) বলেন, তিনি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়েছেন। তবে তিনি লাইসেন্স দেখাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, কোথায় কীভাবে ব্যবসা করবেন তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। অগ্নিকাণ্ডে কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনবসতি এলাকায় বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স রয়েছে কি না তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে যত্রতত্র বিক্রি হচ্ছে অকটেন, প্রেট্রোল ও সিলিন্ডার গ্যাস

কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই ঝিনাইদহে প্রশাসনের নাকের ডগায় হাট বাজারে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্রি হচ্ছে অকটেন, প্রেট্রোল ও এল পি জি সিলিন্ডার গ্যাস।

জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস, বিস্ফরোক অধিদফতরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন ছাড়াই এরা অবৈধভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করছে অকটেন-প্রেট্রোল, এলপিজি গ্যাসসহ নানা জাতীয় তরল দাহ্য পদার্থ। রাস্তার পাশে সারি সারি সাজানো বতলের বাহারি রং দেখলেই মনে হবে সরকারি অনুমোদন নিয়েই এসব ব্যবসায় পরিচালনা করছে। উপজেলার বিভিন্ন সড়কের পাশে একাধীক স্থানে রয়েছে এইসব দোকান। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন ছাড়াই ঝুকিপূর্ণভাবে খোলা বাজারে এসব বিক্রি হচ্ছে।

খোলা বাজারে অনুমোদনহীন দোকান থেকে অকটেন ও প্রেট্রোল কিনে যে কোনো সময় দূর্বৃত্তরা ঘটাতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে সহজ সরল পথচারী ও স্থানীয় জনগন।

জানা গেছে জ্বালানি তেল বিক্রির জন্য কমপক্ষে পাকা মেঝেসহ আধা- পাকা ঘর, ফায়ার সার্ভিসের অগ্নি নির্বাপক সক্ষমতা সংক্রান্ত লাইসেন্সসহ অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার এবং মজবুত ঝুঁকিমুক্ত সংরক্ষণাগার থাকার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোথাও, কোথাও ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সও নাই। এইসব দোকানে নেই কোনও আগুন নির্বাপক যন্ত্র, আবার থাকলেও সেটা রাখা হয় অন্য যায়গায়। যে কোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটলে তার প্রতিকারের নিয়ম জানা নেই এইসব ব্যবসায়ীদের।

জেলার বিভিন্ন হাটবাজার এমনকি গ্রামের মুদি ও চায়ের দোকানেও বিক্রি হচ্ছে এসব দাহ্য পদার্থ। সদরের হলিধানী বাজার, বৈডাঙ্গা, ডাকবাংলা, বিষয়খালী, বাজার গোপালপুর, মধুপুর, নারোকল বাড়ীয়া, কুষবাড়িয়া, হরিণাকুণ্ড উপজেলার কুলবাড়িয়া, সাতব্রিজ, ভবানীপুর, রামনগর, নারায়ণকান্দি, দখলপুর, রিশখালী, সোনাতনপুর, শিতলী, ভালকী, পায়রাডাঙা, শাখারীদহ, চাঁদপুর, রঘুনাথপুর, চরপাড়া, জোড়াদহ, ভায়না, কসাই মোড়, আমেরচারা, পার্বতীপুর, হলবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে ও দোকানে বাইরে থেকে ড্রামে করে তেল এনে প্রকাশ্যে এসব বিক্রি করছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। উপজেলার সড়কের পাশে প্রশাসনের নাকের ডোগায় রয়েছে এসব দোকান।

উপজেলার লোহা পট্রিতে মবিল ও পেট্রোল ব্যবসায়ী আলিমের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আমি ১৯৭৪ সালে অনুমোদন নিয়ে পেট্রোল ব্যবসা করে আসছি। আমার অনুমতি পত্র হরিণাকুণ্ড থানায় দেওয়া আছে আমার কাছে নেই। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু জানান, আইনের উর্ধ্বে কেঊ নাই আমি বেশ কয়েকবার আইন শৃংখলা মিটিংয়ে বলেছি ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য, আমি আশাকরি খুব দ্রুতই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি আশা করেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত) গণমাধ্যমকে জানান, প্লাস্টিক বোতলে পেট্রোল বিক্রয় করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে সেটা অপরাধ। তাছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার ১০ টির উপরে বিক্রয় করলে সেটা আইন বিরোধী। খুব শীঘ্রই এসব অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা জানান, বতর্মান বাজারে যারা এসব ব্যবসায় করে আসছে খুব শীঘ্রই উপজেলা প্রশাসন থেকে বাজার মনিটরিং করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬ আগষ্ট থেকে ডিজেল ও কেরোসিন ১১৪টাকা, অকটেন ১৩৫, পেট্রল ১৩০ টাকা লিটার

ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা আগে ছিল প্রতি লিটারের দাম ৮০ টাকা। আজ রাত ১২টার পর থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। এছাড়া অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

আজ শুক্রবার রাতে জ্বালানি বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈশ্বিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ই আর এল)-এ পরিশোধিত এবং আমদানি/ক্রয়কৃত ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রলের মূল্য সমন্বয় করে ভোক্তা পর্যায় নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো।

আজ শুক্রবার (৫ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভেতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য ডিজেল ১১৪ টাকা/ লিটার, কেরোসিন ১১৪ টাকা/ লিটার, অকটেন ১৩৫ টাকা/ লিটার ও পেট্রল ১৩০ টাকা/ লিটার হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় আমজনতার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যতদিন সম্ভব ছিল

ততদিন সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির চিন্তা করে নাই। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হচ্ছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে অনুযায়ী জ্বালানি তেলের মূল্য পুনঃবিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উর্ধ্বগতির কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ সহ বিভিন্ন দেশে নিয়মিত তেলের মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ভারত গত ২২ মে থেকে কলকাতায় ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটার ৯২.৭৬ রুপি এবং পেট্রল লিটার প্রতি ১০৬.০৩ রুপি নির্ধারণ করেছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এই মূল্য বাংলাদেশি টাকায় যথাক্রমে ১১৪.০৯ টাকা এবং ১৩০.৪২ টাকা। (১ রুপি = গড় ১.২৩ টাকা)। অর্থাৎ বাংলাদেশে কলকাতার তুলনায় ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ৩৪.০৯ এবং পেট্রল লিটার প্রতি ৪৪.৪২ টাকা কমে বিক্রয় হচ্ছিল। মূল্য কম থাকায় তেল পাচার হওয়ার আশঙ্কা থেকেও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সময়ের দাবি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিগত ছয় মাসে (ফেব্রুয়ারি ২২ থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত) জ্বালানি তেল বিক্রয়ে (সকল পণ্য) ৮০১৪.৫১ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজার পরিস্থিতির কারণে বিপিসির আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখাতে যৌক্তিক মূল্য সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।